প্রধানমন্ত্রীর নেপাল সফর সফল হোক

বিমস্টিক শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বুধবার নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডুতে পৌঁছেছেন। বৃহস্পতিবার এই সম্মেলন শুরু হয়েছে। শেষ হল শুক্রবার। এই সম্মেলনে প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে ভারত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে। নেপাল ভারতের প্রতিবেশী দেশ, সমস্ত দিক থেকেই নেপালের ভৌগলিক অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেকারণেই কূটনৈতিক দিক থেকে ভারতের সঙ্গে নেপালের দৃঢ় বন্ধুত্ব ও সৌহার্দ একান্ত জরুরি। বিশেষ করে চিন নানাভাবে নেপালের ওপর প্রভাব বৃদ্ধিতে সচেষ্ট। কিন্তু নেপালের প্রধানমন্ত্রী কেপি ওলি চিনের সঙ্গে সমদূরত্ব বজায় রেখেছেন। এটা কম কথা নয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এই নেপাল সফরে দু'দেশের মধ্যে মৈত্রী আরও মজবুত হবে বলেই আশা। তাছাড়া ভারত ও নেপালের মধ্যে বাণিজ্যিক চুক্তি প্রসারিত হওয়া দরকার। পাশাপাশি ভারত থেকে প্রতিবছর হাজার হাজার পর্যটক ও তীর্থযাত্রী নেপালে যান। নেপালে পশুপতিনাথ মন্দির তাঁদের কাছে এক পরম তীর্থস্থান। এখানে তীর্থযাত্রীদের জন্য ভারতের আর্থিক সহায়তায় গড়ে উঠেছে এক বিশাল ধর্মশালা। একসঙ্গে ৩৯৮ জন তীর্থযাত্রী এই ধর্মশালায় থাকতে পারবেন নির্দিষ্ট কয়েকদিনের জন্য। এই ধর্মশালায় ৮২টি ঘর রয়েছে। এটি থ্রি স্টার হোটেলের মতো আরামদায়ক। এই ধর্মশালাটিই নেপালের প্রধামন্ত্রী ওলির হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে তুলেদেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

অমৃত কথা

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

"শম্ভু বলেছিল, আমার ইচ্ছা যে খুব কতগুলো ডিস্‌পেনসারী, হাসপাতাল ক'রে দিই, তা হ'লে গরীবদের অনেক উপকার হয়। আমি বললুম, হাঁ, অনাসক্ত হয়ে যদি এ সব করো, তো মন্দ নয়। তবে ঈশ্বরের উপর আন্তরিক ভক্তি না থাকলে অনাসক্ত হওয়া বড় কঠিন। আবার অনেক কাজ জড়ালে কোন্ দিক থেকে আসক্তি এসে পড়ে, জানতে দেয় না মনে করছি নিস্কামভাবে করছি, কিন্তু হয় ত যশের ঈচ্ছা হয়ে গেছে, নাম বার করবার ইচ্ছা হ'য়ে গেছে। অআবার বেশী কর্ম করতে গেলে, কর্মের ভিড়ে ঈশ্বরকে ভুলে যায়। আরো বললুম, শম্ভু! তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, যদি ঈশ্বর তোমার সম্মুখে এসে সাক্ষাৎকার হন, তা' হলে তুমি তাঁকে চাইবে, না কতকগুলো ডিস্‌পেন্‌সারী বা হাসপাতাল চাইবেৎ তাঁকে পেলে আর কিছু ভাল লাগে না। মিছরির পানা পেলে আর চিটে গুড়ের পানা ভাল লাগে না।"

"যারা হাসপাতাল, ডিস্‌পেন্‌সারী করবে, আর এতেই আনন্দ করবে তারাও ভাল লোক; কিন্তু থাক্ আলাদা। যে শুদ্ধ ভক্ত, সে ঈশ্বর বই আর কিছু চায় না; বেশি কর্মের ভিতর যদি সে পড়ে, সে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করে, হে ঈশ্বর, কৃপা ক'রে আমার কর্ম কমিয়ে দাও; তা না হ'লে যে মন তোমাতেই নিশিদিন লেগে থাকবে, সেই মন বাজে খরচ হয়ে যাচ্ছে; সেই মনেতে বিষয় চিন্তা করা হচ্ছে। শুদ্ধা ভক্তির থাক একটি আলাদা থাক। ঈশ্বর বস্তু আর সব অবস্তু, এ বোধ না হ'লে শুদ্ধা ভক্তি হয না। এ সংসার অনিত্য, দুদিনের জন্য; আর এ সংসারে যিনি কর্তা, তিনিই সত্য, নিত্য; এ বোধ না হ'লে শুদ্ধা ভক্তি হয় না।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আগে বিদ্যা (Science) না আগে ঈশ্বর?

শ্রীরামকৃষ্ণ (বঙ্কিমের প্রতি)—কেউ কেউ মনে করে শাস্ত্র না পড়লে, বই না পড়লে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। তারা মনে করে, আগে জগতের বিষয়, জীবের বিষয় জানতে হয়, আগে সায়েন্স--পড়তে হয়। (সকলের হাস্য)। তারা বলে ঈশ্বরের সৃষ্টি এ সব না বুঝলে ঈশ্বরকে জানা যায় না। তুমি কি বল? আগে সায়েন্স না আগে ঈশ্বর? বঙ্কিম—হাঁ, আগে পাঁচটা জানতে হয়, জগতের বিষয়। একটু এ দিক্‌কার জ্ঞান না হ'লে, ঈশ্বর জানবো কেমন ক'রে? আগে পড়াশুনা করে জানতে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ--ঐ তোমাদের এক। আগে ঈশ্বর, তারপর সৃষ্টি। তাঁকে লাভ করলে, দরকার হয়ত সবই জানতে পারবে।

দিনপঞ্জিকা

১৫ ভাদ্র, ভাঃ ১০ ভাদ্র, **১ সেপ্টেম্বর,** ১৫ ভাদ্, সংবৎ ৬ ভাদ্রপদ বদি, ২০ জেলহজ্জ। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।২২, সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৫৪। **শনিবার,** ষষ্ঠী রাত্রি ঘ ৬।৩৮ মিঃ। ভরণীনক্ষত্র রাত্রি ঘ ৭।১৪ মিঃ। ধ্রুবযোগ সন্ধ্যা ঘ ৫।৩৪ মিঃ। গরকরণ, দিবা ঘ ৭।৪ গতে বনিজকরণ, রাত্রি ঘ ৬।৩৮ গতে বৃষ্টিকরণ। **জন্মে**— মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা, রাত্রি ঘ ৭।১৪ গতে রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী রবির দশা, রাত্রি ঘ ১।৫ গতে বৃষ রাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ। **মৃতে**— একপাদদোষ, রাত্রি ঘ ৬।৩৮ গতে দ্বিপাদদোষ, রাত্রি ঘ ৭।১৪ গতে চতুষ্পাদদোষ। **যোগিনী**—পশ্চিমে, রাত্রি ঘ ৬।৩৮ গতে বায়ুকোণে। **কালবেলাদি**—ঘ ৬।৫৬ মধ্যে ও ১।১২ গতে ২।৪৬ মধ্যে ও ৪।২০ গতে ৫।৫৪ মধ্যে। **কালরাত্রি**—ঘ ৭।২০ মধ্যে ও ৩।৫৬ গতে ৫।২২ মধ্যে। **যাত্রা**—নাই। **শুভকর্ম্ম**-- নাই। **বিবিধ**—ষষ্ঠীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। **অমৃতযোগ**—দিবা ঘ ৯।৩০ গতে ১২।৪৫ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ৭।৫৯ গতে ১০।২১ মধ্যে ও ১১।৫৫ গতে ১।৩০ মধ্যে ও ২।১৭ গতে ৩।৫২ মধ্যে।

মুসলিম পঞ্জিকা

১৫ ভাদ্র, ভাঃ ১০ ভাদ্র, ১ সেপ্টেম্বর, ২০ জিলহজ্ব, ১৫ ভাদ্, উঃ ৫।২০, অঃ ৫।৫২, শনিবার, ষষ্ঠী সন্ধ্যা ঘ ৬।৩৭, সেহ্‌রী শেষ ৩।৫৬, ইফতার ৫।৫৯।

মাদককে 'না' বলুন।
যে নেশা করতে বলে, সে বন্ধু নয়
লিপি
মাদক বিরোধী আন্দোলন

মুসলিম সন্ত মহীয়সী রাবেয়া এক অত্যুজ্জ্বল তারকা

গদাধর রানা

শেষ পর্ব

সংক্ষেপে আমরা মহীয়সী রাবেয়ার জীবন ও জীবনী আলোচনা করার পূর্বে বলে নেব—ইসলামধর্মের যে ধর্মগ্রন্থ কোরআন, সেটি কিন্তু চিরদিনই ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের সম্মান দিয়েছে। সেইভাবেই অত্যন্ত দুরূহ জীবনকে সহ্য করেও রাবেয়া তাঁর ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিতে প্রকাশমান। ঐশ্বরিক জৌলুসে মহীয়সী হতে পেরেছেন। তবে এ প্রসঙ্গে বলে নিতে হয় মহ: হজরতের ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দের জন্মের পরেই তাঁরই দ্বারা প্রবর্তিত হয় ইসলাম ধর্ম। ইসলাম ধর্মের উৎপত্তির পরেই রাবেয়ার জন্ম—তা বলা যেতেই পারে।

ইরাকের বসরা নগর। সেখানে এক দরিদ্রের ঘরে রাবেয়ার জন্ম। তাঁর ওপরে তিনটি বোন। আরবি ভাষায় রাবা মানে চতুর্থ। তাই চতুর্থ মেয়ের নাম রাবেয়া রাখা হয়। তাঁর বাবা-মা বড়ই গরিব। মেয়েটির জন্মের সময় তার মুখ দেখার জন্য ঘরে একটি দীপ পর্যন্ত জোটেনি। অল্প সময়েই তাঁর বাবা ও মা মারা যান। তার কিছু পরে দেশে আসে এক ভীষণ দুর্ভিক্ষ। বোনেদের সঙ্গে রাবেয়ার ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। একটি দুষ্ট লোক রাবেয়াকে ধরে নিয়ে যায়। মাত্র ছটি টাকার জন্য তাঁকে বিক্রি করে দেয় এক ধনীর কাছে। শুরু হয় রাবেয়ার ক্রীতদাসীর জীবন।

রাবেয়ার মালিক ছিলেন বড় নির্দয় ও অত্যাচারী। শান্তশিষ্ট রাবেয়া মালিকের অত্যাচার নীরবে সহ্য করতেন। একদিন মালিকের অত্যাচার তাঁর কাছে অসহ্য মনে হল। তিনি বাড়ি পালালেন। আবার রাস্তায় একটি দুষ্ট লোক তাঁর পিছু নেয়। রাবেয়া ভয়ে দৌড়াতে থাকেন। পড়ে গিয়ে তাঁর হাত ভেঙে যায়। রাবেয়া দুঃখে অভিমানে মাটিতে মাথা গুঁজে কাঁদতে থাকেন। কাতরভাবে প্রার্থনা জানান: হায় আল্লাহ্ আমার বাপ -মা নেই, আমি অনাথ, আমি ক্রীতদাসী। তার উপর আজ হাত ভেঙে গেল। এসবের জন্যও দুঃখ নেই। বলো প্রভু, তুমি আমার উপর সদয় কিনা। ঠিক এই নাবালিকা বয়সেই কী অদ্ভুতভাবে তাঁর প্রভুর সমীপে তাঁর অত্যান্তিক আত্মনিবেদনের পরিচয় আমরা পাচ্ছি।

রাবেয়া শুনতে পান এক দৈববাণী: বাছা শোক কোরো না, ভবিষ্যতে তোমার এত খ্যাতি হবে যে দেবদূতরা পর্যন্ত হিংসা করবেন। আশ্বস্ত হয়ে রাবেয়া মালিকের ঘরে ফিরে আসেন। তিনি সব অত্যাচার সহ্য করে সারাদিন দাসীর কাজ করতেন। আর গভীর রাতে আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করতেন। এক গভীর রাতে মালিকের ঘুম ভেঙে যায়। শুনতে পান রাবেয়ার করুণ স্বর। মালিক দেখতে পান, রাবেয়া প্রণত হয়ে দীনভাবে দীনদুনিয়ার মালিকের কাছে প্রার্থনা করছেন। মালিক অবাক হয়ে দেখেন, তাঁর মাথার উপরে শূন্যে ঝুলছে একটি আলো। সেই আলোয় সমস্ত ঘর আলোকিত। মালিকের মনে ভয় ধরে। পরদিন সকালেই তিনি ক্রীতদাসী রাবেয়াকে মুক্ত করে দেন।

মরুভূমির প্রান্তে একটি কুঠিয়াতে রাবেয়া কঠোর সাধনাভজন শুরু করেন। পরে তিনি একটি উপাসনাগৃহে বাস করতে থাকেন। বসরাতে তখন বাস করতেন শেখ হাসান রসৌরি। রাবেয়া তাঁর কাছে ধর্মকথা শুনতে যেতেন। শেখ হাসান বোঝেন রাবেয়ার মহত্ত্ব।

একদিন হাসান রাবেয়াকে প্রশ্ন করেন, তোমার শাদি করার ইচ্ছা হয় কি? রাবেয়া হেসে উত্তর দেন, বিয়ে তো শরীর সম্বন্ধীয়। আমার শরীর তো আল্লাহ্‌কে উৎসর্গ করে দিয়েছি, শরীর আমার নিয়ন্ত্রণে আর নেই। কেউ আমাকে বিয়ে করতে চাইলে তাকে আল্লাহ্‌র কাছে অনুমতি নিতে হবে। উল্লেখ্য, আজীবন কুমারী ছিলেন রাবেয়া।

রাবেয়া খুব উচ্চস্তরের সাধিকা। তিনি জানতেন-- সাধনভজন করতে হয় মনে বনে কোণে—আমরা তো পরবর্তীকালে সুদীর্ঘ দু হাজার বছর ধরে একথাই অবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে শুনেছি। একদিন রাবেয়া শেখ হাসানের বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেই সময় হাসান ভাবাবেগে জানালার উপর মাথা রেখে কাঁদছিলেন। চোখের জল গড়িয়ে পড়ে রাবেয়ার গায়ে। রাবেয়া থমকে দাঁড়াল। ব্যাপারটা বুঝে তিনি হাসানকে বললেন, শেখ, আল্লাহ্‌র জন্য ব্যাকুল হয়ে আপনি কাঁদছেন, চোখের জল গোপনে রাখুন, জমিয়ে সাগরে পরিণত করুণ আর তাকে আল্লাহ্‌র হেফাজতে রাখুন।

কিছুকাল পরের এক ঘটনা। রাবেয়া একটি সরোবরের তীরে দাঁড়িয়েছিলেন। সেখানে উপস্থিত হলেন হাসান। হাসান তাঁর উপসনার আসনটি জলে ছুঁড়ে দেন। আসন জলের উপর ভাসতে থাকে। হাসান সগর্বে বলেন, এসো রাবেয়া, আমরা ওই আসনে বসে প্রার্থনা করি।

বুদ্ধিমতি রাবেয়া হেসে বলেন, শেখ, আপনি যখন আপনার শক্তি দুনিয়ার লোককে দেখাচ্ছেন, এমন জিনিস দেখান যা দেখে সবাই তাজ্জব বনে যাবে। আর অপর কেউ করতে সক্ষম হবে না।

এই কথা বলেই রাবেয়া তাঁর উপসনার আসনটি শূন্যে ছুড়ে দিলেন। এখানে আসুন, সব লোক আমাদের দেখতে পাবে। হাসানের সে শক্তি ছিল না। তিনি লজ্জায় মাথা নিচু করেন। রাবেয়া তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, শেখ, আপনি যে ভেলকি দেখালেন জলের মাছও তা দেখাতে পারে। আমাদের উদ্দেশ্য কিন্তু এসবের উর্দ্ধে। আমাদের উচিত এভাবে শক্তি ক্ষয় না করে মূল উদ্দেশ্যে মন দেওয়া। সে সময়ে চারিদিকে রাবেয়ার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু তিনি বসবাস করতেন দীনভাবে।

একদিন জনৈক ধনী ব্যক্তি মালেক-এ-দীমার দেখতে পান রাবেয়াকে। তিনি দেখতে পান, রাবেয়া একটি ভাঙা কলসি থেকে জল পান করছেন। আর উজু করছেন। তাঁর বিছানা হল শক্ত মাদুর, আর বালিশ এবং একখানা ইট। এই দীন অবস্থা দেখে অতিথি নিবেদন করেন, দেখুন, আমার অনেক বড়লোক দোস্ত আছেন। যদি অনুমতি দেন, আপনার প্রয়োজনীয় কয়েকটি জিনিস নিয়ে আসি। রাবেয়া শান্ত কন্ঠে বলেন, মালেক, আপনি বোধহয় একটা ভুল করলেন। বলুন দেখি, আপনার দোস্তদের ও আমার রক্ষাকর্তা একই আল্লাহ্ কিনা? মালেক— হ্যাঁ। রাবেয়া—দীনদুনিয়ার মালিক কি অভাবের জন্য গরিবকে ভুলে আছেন, আর অর্থের জন্য ধনীকে মনে রেখেছেন?

মালেক--আজ্ঞে না। রাবেয়া—তবে দেখুন, তিনি যখন আমার সবকিছুই জানেন আমি কোন্ আক্কেলে তাঁকে আবার তা মনে করিয়ে দেন? আল্লাহ্‌র ওপর এই একান্ত শরণাগতিই রাবেয়ার জীবনের মাধুর্য। বেশ কিছুকাল পরে রাবেয়া শ্রেষ্ঠতীর্থ মক্কা শরিফের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তাঁর সামান্য সমূহ একটি খচ্চরের পিঠে চাপিয়ে তিনি হাঁটছিলেন। দুর্গম আর দীর্ঘ পথ। পথে খচ্চরটি মারা গেল। তিনি কাতরভাবে প্রার্থনা করলেন, হায় আল্লাহ্, তুমি শাহেনশা। আমি একজন অনাথ। আমার প্রতি তোমার এ কী আচরণ? আমাকে তুমি তোমার রাজপ্রাসাদে আমন্ত্রণ করেছ। তোমার আদেশে আমি চলেছিলাম। তুমি যে আমার সাথীকে কেড়ে নিলে। অভিমানে ও দুঃখে তিনি ভেঙে পড়েন। প্রার্থনা শেষ করে দেখেন খচ্চরটি বেঁচে উঠেছে। তিনি আবার পথ চলতে থাকেন। কিন্তু শরীর আর কষ্ট সহ্য করতে পারে না। তিনি ক্লান্তিতে ভেঙে পড়েন। কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা জানান, হে আল্লাহ্ আমার হৃদয় ভারাক্রান্ত। আমি কোথায় চলেছি? আমি তোমাকে এখানেই পেতে চাই। আল্লাহ্ তাঁর প্রার্থনায় সারা দেন। রাবেয়া হৃদয়ে শুনতে পান প্রভুর সুমিষ্ট বাণী—"তুমি এখানে বসেই আমার নাম করো।"

কেউ বলেন তিনি মক্কাতেই শেষ জীবন কাটান। আবার কেউ জেরুজালেমের কাছে তাঁর সমাধি প্রদর্শন করেন। তাঁর দেহত্যাগ ঘটে সম্ভবত ৮০১ খ্রীষ্টাব্দে।

দুনিয়া জুড়ে তাঁর যশ। তাঁর সম্বন্ধে কত কথা, কত কাহিনী। ভক্তি সাধনার পথে রাবেয়া একটি অত্যুজ্জ্বল তারকা।

তথ্যসূত্র ঃ—

১) জগতের ধর্মমত--রামকৃষ্ণমিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার
২) কাজী নজরুল বাণী
৩) উপনিষদ তত্ত্ব
৪)শ্রীরামকৃষ্ণ প্রবর্তিত সর্বজনীনতাবাদ।

ভারতে কর সংস্কার : সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

টি. এন. অশোক

শেষ পর্ব

অর্থনৈতিক দিক থেকে এগিয়ে চলা যেকোনও দেশেই বিপুল পরিমাণে অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক বিনিয়োগ জরুরি। কিন্তু কর ব্যবস্থা যুক্তিসংগত, দুনীর্তিমুক্ত, নিরপেক্ষ হওয়া উচিত। কারণ কর ব্যবস্থা যুক্তিসংগত, দুর্নীতিমুক্ত, নিরপেক্ষ এবং বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার মতো না হলে লগ্নি আসা কঠিন।

সারা বিশ্বের ক্ষেত্রেই একথা খাটে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া-সহ বেশিরভাগ উন্নত দেশেই চালু হয়েছে প্রগতিশীল কর ব্যবস্থা (Progressive Taxation System)। ভারতও তার ব্যতিক্রম নয়। বিভিন্ন সরকারের আমলে ধারাবাহিকভাবে করদাতাদের সংখ্যা বাড়ানো এবং কর কাঠামো আরও ধোঁয়াশামুক্ত ও যুক্তিসংগত করার লক্ষ্যে সংস্কারের কাজে হাতে নেওয়া হয়েছে।

ভারতীয় কর ব্যবস্থার ওপর গবেষণায় একটা বিষয় খুব স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে। তা হল, অতীতে কোনও এক সময়ে সংকীর্ণ ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে থাকা (করদাতার স্বল্প সংখ্যা), জটিল এবং দমনমূলক চেহারা ঝেড়ে ফেলে এদেশের কর ব্যবস্থা এখন অনেক স্বচ্ছ বা ধোঁয়াশামুক্ত ও সুদক্ষ। বিগত বছরগুলিতে কর সংস্কারের ক্ষেত্রে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির পাশাপাশি জোর দেওয়া হয়েছে কর ফাঁকি রোধ করার ওপর। কর সংস্কারের প্রথম পর্বে যেসব উদ্যোগ হাতে নেওয়া হয়েছিল, তার মধ্যে অন্যতম হল রাজ্য স্তরের বিক্রয় করকে মূল্যযুক্ত কর বা VAT-এ রূপান্তরিত করা। এতে করে প্রশাসনের উপর অত্যন্ত সদর্থক প্রভাব পড়ে। এই নিবন্ধে আলোচনা মূলত এগিয়েছে বিশিষ্ট গবেষণার মধ্যে দিয়ে উঠে আসা কিছু তথ্যের উপর ভিত্তি করে। তিনি বর্তমানে National Institute for Public Finance and Policy-র এমারিটাস প্রফেসর। Public Finance, Public Economics, Mrcroeconomics-এর মতো অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রচুর গবেষণামূলক কাজকর্ম করেছেন তিনি।

কর সংস্কারের ক্ষেত্রে অনেক দূর এগোনো গেছে, এমনটাই মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। কর ব্যবস্থার আওতায় আরও অনেক বেশি মানুষকে নিয়ে আসা এবং গোটা কর প্রশাসন ব্যবস্থাকে অধিকতর কর্মদক্ষ করে তোলার জন্য অনেক কাজ এখনও বাকি রয়ে গেছে। কর্পোরেট কর বা বাণিজ্য সংস্থাগুলির কর, অন্তঃশুল্ক, বহিঃশুল্ক, বিক্রয় কর, ডিজেল ও পেট্রোলের ওপর ধার্য কর আদায়ের ক্ষেত্রে কর্মদক্ষতা আরও বাড়ানো জরুরি। দেশে ব্যক্তিগত আয়কর দাতার সংখ্যা এখনও বেশ কম। বিক্রয় কর সংস্কারের কাজ সবেমাত্র শুরু হয়েছে। এক্ষেত্রে খুচরো সবেমাত্র শুরু হয়েছে। এক্ষেত্রে খুচরো ব্যবসার ক্ষেত্রে গন্তব্য ভিত্তিক মূল্যযুত (VAT) ব্যবস্থার সংস্কারে আরও বেশ কয়েক ধাপ এগোতে হবে।

কর প্রশাসনের সংস্কারের দৌলতে রাজস্ব আদায় বাড়বে এবং তার ফলে ভবিষ্যতে আরও বেশি করে সংস্কারের পথে এগোনো সম্ভব হবে, এমনটা আশা করাই যায়। গত শতকের নব্বই-এর দশকের শুরুর দিকে বিনিয়োগ টানতে বিপুল অর্থনৈতিক সংস্কারযজ্ঞের সময়ে বেশ কিছু প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল এক্ষেত্রে।

নব্বইয়ের অর্থনৈতিক সংস্কারের সময় থেকে করারোপ নীতি

কেন্দ্রীয় সরকারের ১৯৯১ সালের আগের কর কাঠামোর সঙ্গে এখনকার তুলনা করলে এটা স্পষ্ট হয় যে আন্তর্জাতিক প্রবণতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ভারত সরকার আয়কর, অন্তঃশুল্ক এবং বাণিজ্য করের হার হ্রাসের পথে হাঁটছে। এরই সঙ্গে রাজ্যগুলিও তাদের বিক্রয় করের হারে সমন্বয়ের পথে এগিয়েছে।

এক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হল ২০০৫ সালের পয়লা এপ্রিল মূল্যযুক্ত কর প্রবর্তন। ১৯৫০ সালে ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের আত্মপ্রকাশের পর কেন্দ্রীয় স্তরের বাইরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর সংস্কার এটি।

১৯৯১ সালের আগে ভারতের সার্বিক কর কাঠামো যে বেশ ত্রুটিপূর্ণ ছিল তা বলাইবাহুল্য। আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটের বিচারে আয়করের হার ছিল অত্যাধিক। গত শতকের আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে কয়েকটি নির্বাচিত ক্ষেত্রে লাগু হওয়া ছাড়া মূল্যযুক্ত কর বা VAT-এর কোনও সংস্থানই ছিল না। ভোগ কর (Consumption tax) দাতার সংখ্যা ছিল নগণ্য। পরিষেবা করের অস্তিত্ব ছিলই না। বহিঃশুল্কের হার ছিল অত্যন্ত জটিল। কয়েকটি নির্বাচিত ক্ষেত্রে যেভাবে রপ্তানি শুল্ক বলবৎ ছিল, তা আন্তর্জাতিক বাজারে দেশের চিরাচরিত রপ্তানি পণ্যগুলিকে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে অসুবিধায় ফেলছিল। রাজ্যগুলির বিক্রয় কর ব্যবস্থাও ছিল অত্যন্ত অবৈজ্ঞানিক। কাঁচামালের ওপর লাগু কর উপর্যুপরি পদ্ধতিতে জমা হতে হতে বাজারে জিনিসপত্রের দাম অহেতুক বাড়িয়ে দিত। করের ওপরেই আবার কর বসতে থাকায় এমনটা হওয়া অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছিল। ফলে, সংস্কারের পথে এগিয়ে কর কাঠামোয় যুক্তি ও সমতা বিধানের প্রশ্নে বিশেষজ্ঞরা প্রায় সকলেই একমত হয়ে ওঠেন।

কর কাঠামো পুনর্বিন্যাসে অনেক সমস্যাও পোহাতে হয়েছে সরকারকে। করদাতাদের সংখ্যা ছিল কম। ফলে করের হার কমানোর ফলে রাজস্ব ক্ষতি মেটানো সরকারের পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। ১৯৯৪ সালের পর কেন্দ্রীয় সরকারের কর রাজস্ব আদায় মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের বিচারে ১ শতাংশ কমে যায়। আমদানি বা অন্তঃশুল্ক বাবদ রাজস্ব আদায়ের হ্রাস আয়কর বাবদ রাজস্ব বৃদ্ধির মাধ্যমে মেটানো সম্ভব হয়নি। তার ওপর অনেক ক্ষেত্রে শেষবারের মতো কর ছাড়ের সুবিধা দেওয়া হয়েছিল। আবার অনেক ক্ষেত্রে নতুন নতুন কর ছাড়ের সংস্থান আনা হয়েছিল।

ক্রমশ

সম্পাদক সমীপেষু

বিশ্বকাপ ফুটবল শেষ হয়ে গেল

আমরা একমাস ধরে বিশ্বকাপ ফুটবল দেখলাম। প্রথম পর্বেই জামার্নীর বিদায়। দ্বিতীয় পর্বে আর্জেন্টিনার বিদায় হয়ে গেল। কোয়ার্টার ফাইনালে ব্রাজিলও চলে গেল। সর্বশেষে ফ্রান্স চ্যাম্পিয়ন হল। আর ক্রোয়েশিয়া রানার্স হল। এই প্রথমবার ক্রোয়েশিয়া ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করল। এই বিশ্বকাপ একটা দেশকে উচ্চতায় তোলে, দেশবাসীকে আনন্দ এনে দেয়। সেই আনন্দ জয়ী দেশের মানুষই উপলব্ধি করতে পারেন। ১৯৩০ সালে মাত্র ১৩টি দেশ নিয়ে বিশ্বকাপের আয়োজন হয়েছিল উরুগুয়েতে। ১৯৩০ সালের ১৩ জুলাই রবিবার ফ্রান্স ও মেক্সিকোর খেলা হয়েছিল। সেই খেলায় ফ্রান্সের লুরিয়েন্ট লরেন্ট বিশ্বকাপের প্রথম গোলটা করেছিলেন। সেই ফ্রান্স ২০১৮ সালের বিশ্বকাপ ফুটবল চ্যাম্পিয়ন হয়ে দেশের গর্বকে সমগ্র পৃথিবীতে দ্বিতীয়বার তুলে ধরলো। এই বিশ্বকাপ যে কতখানি আনন্দ দেয় দেশ চ্যাম্পিয়ন হলে, সেটা প্রথমবার অনুভব করতে পেরেছিল উরুগুয়ে ১৯৩০ সালে। আবার বিশ্বকাপ জয়ের আনন্দে সমগ্র দেশের মানুষের সাথে সেই দেশের ডাক বিভাগ সামিল হয়ে যায়। এটা ইতালীর মানুষ পেয়েছিল, ১৯৩৪ সালে প্রথমবার যখন ইতালী চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। সেই বছর ইতালীর ডাক বিভাগ চ্যাম্পিয়ন হবার সুবাদে পাঁচ টাকার ডাক টিকিট প্রকাশ করেছিল। এটা বিশ্বকাপ জয়ের আরও একটা আনন্দ। ফুটবলের শাহেনশা দেশের নাম অবশ্যই ব্রাজিল। ব্রাজিল মানেই পেলে, গারিঞ্চা, বেলিনি, ভাবা, জিকো, সক্রেটিস, রোমারিও, রোনাল্ডো। এছাড়া বহু তারকা রয়েছেন, রয়েছেন নেইমার। সেই ব্রাজিল ১৯৩০ সাল থেকেই খেলে আসছে। ১৯৩০ সালে যুগোশ্লোভিয়ার কাছে ২-১ গোলে হেরে যায়। ১৯৫৮ সালে ষষ্ঠ বিশ্বকাপ ফুটবলের আসরে প্রথমবার চ্যাম্পিয়নের স্বাদ পায়। দ্বিতীয়বার ১৯৬২ সালে আবার চ্যাম্পিয়ন হয়। ১৯৭০ সালে তৃতীয়বার চ্যাম্পিয়ন হয়ে জুলেরিম কাপটি নিজেদের দখলে নিয়ে নেয়। এখানেও দেশ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বলে ব্রাজিলের ডাক বিভাগ সেই চ্যাম্পিয়নের আনন্দে ডাক টিকিট প্রকাশ করেছিল। ১৯৫৮ সালে বেলিনির নামে ডাক টিকিট প্রকাশ করে। ১৯৭০ সালে পেলের নামে ডাক টিকিট প্রকাশ করে।

প্রবীর মিত্র, হাওড়া

উত্তরসম্পাদকীয় লেখা সম্পূর্ণ রূপে লেখকের নিজস্ব অভিমত। এরজন্য 'আর্থিক লিপি' কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।
সম্পাদক

উন্নয়ন ও সমস্যা

চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, বিচারাধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বাদলের বিরুদ্ধে নয়।

পাঠকের দরবারে

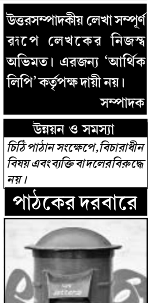

চিঠি পাঠান
লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২
Email-lipiarambagh@gmail.com

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়